এসএমই খাতে নতুন উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর বক্তব্য

তারিখ ঃ ১০ আগস্ট ২০১৪
সময় ঃ বিকাল ২.৩০ ঘটিকা
স্থান ঃ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হল
বাংলাদেশ ব্যাংক

আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানীয় সভাপতি, বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর জনাব আবুল কাসেম, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) বর্তমান সভাপতি জনাব শাহজাহান খান ও সাবেক সভাপতি জনাব সবুর খান, উপস্থিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীবৃন্দ, গণমাধ্যমের কর্মীগণ এবং সুধীবৃন্দ, সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ।

২ । দেশে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং তরুণ ও উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে অর্থায়ন সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে স্বল্প মূলধনী, শ্রমঘন, রপ্তানিমুখী ও আমদানি বিকল্প উদ্যোগে অর্থায়নের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ১০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করেছে । এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিসিসিআই'র সঙ্গে এ বিষয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে । এ তহবিল থেকে অর্থ ছাড় করার লক্ষ্যে আজ ৩২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশ্রগহণমুলক চুক্তি স্বাক্ষর সম্পাদনের জন্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি । নতুন উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে চালুকৃত এ তহবিলের সুবিধা গ্রহণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসায় আমি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, শুধুমাত্র অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে তৎপরতা সীমিত থাকলে চলবেনা । নতুন উদ্যোক্তা খুজে বের করতে আপনাদের আরো সক্রিয় হতে হবে । তাদের অর্থায়ন উপযোগী ঋণ প্রোডাক্ট উন্নয়নে আপনাদের মেধা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে । ঢাকা চেম্বার কিংবা অনুরূপ কোনো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত ও নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে এবং শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রাথমিক অর্থায়ন সুবিধা প্রদানে এ তহবিল ব্যবহৃত হবে । এর সুদহারও কম । সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ । এ কর্মসূচিতে ডিসিসিআইসহ দেশে উদ্যোক্তা উন্নয়নে নিবেদিত যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । আশা করি, সরকারি-বেসরকারি সকল উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তাদের প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের এই তহবিলের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ করে দিবেন ।

৩ । বর্তমানে আমাদের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষই কর্মক্ষম । প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ নতুন কর্মক্ষম জনবল তৈরি হচ্ছে । এর মধ্যে মাত্র ১০ লাখ জনবল দেশে-বিদেশের শ্রমবাজারে চাকুরি লাভ করছে । এই কর্মক্ষম মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুলই রয়ে গেছে । আমাদের সরকারি-বেসরকারি খাত ও বিদেশের শ্রমবাজার ক্রমবর্ধমান জনবলের কর্মসংস্থান চাহিদা পুরোপুরি পূরণ করতে পারছে না । ক্রমবর্ধমান জনবলের বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টির এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকর নীতি-কৌশল-কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে । এই নীতি-কৌশলের অংশ হিসেবেই আজকের কর্মসূচিটি গ্রহণ করা হয়েছে । বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে সরকারি-বেসরকারি খাতে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে । বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও বাজার চাহিদা অনুযায়ী আমাদের জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে বিদেশের শ্রমবাজার দখল করতে হবে । এছাড়া, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির উৎস হিসেবে বিকল্প কর্মসংস্থান তথা আত্মকর্মস্থান সৃষ্টি করতে হবে ।

৪ । আপনারা জানেন, আমাদের এ তহবিল চালুর ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ডিসিসিআই'র দুই হাজার নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্যোগ অনুঘটকের কাজ করেছে । তাদের এ উদ্যোগ দেশে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে আমি আশা করছি । আমি অন্যান্য সংগঠনকেও এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি । এ কথা সত্যি, তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ গ্রহণে বাংলাদেশে এখনো অনেক বাধা রয়েছে । এর মধ্যে অন্যতম বাধা হচ্ছে অর্থায়ন । প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় সহায়ক জামানত অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ । ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের শুরুতেই সহায়ক জামানতের অপ্রতুলতাও নতুন উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বাধা । নতুন উদ্যোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসব বাধা দূর করতে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে ।

৫ । বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উন্নয়নে পৃথক এসএমই বিভাগ গঠন, এসএমই-বান্ধব ব্যাংকিং প্রতিবেশ সৃষ্টিতে এসএমই ও নারী উদ্যোক্তা সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ উন্নয়নে জড়িত স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে । উদ্যোক্তাদের জন্যে নীতি সহায়তার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পুনঃতহবিল তহবিলও বাস্তবায়ন করছে ঃ

- এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল, আইডিএ, এডিবি ও জাইকার অর্থায়নে বেশ কয়েকটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু রয়েছে ।

- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্যে ৬০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন তহবিল চালু করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে নতুন উদ্যোক্তারা ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারে।
- নারী উদ্যোক্তা, প্রতিবন্ধী ও সৃজনশীল উদ্যোগে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্যে তহবিল চালু করা হয়েছে। অর্থনীতির মূল স্রোতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে এসএমই খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কোনো নারী উদ্যোক্তা ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিলে তাকে কোনো সহায়ক জামানত দিতে হয় না। এর আওতায় গত চার বছরে ১১ হাজার নারী উদ্যোক্তাকে ৯০৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যা মোট পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের ২৫ শতাংশ।
- দেশে কর্মসংস্থানমুখী বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে জাইকা'র সহায়তায় ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতে উৎপাদনমুখী স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগের বিপরীতে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
- রপ্তানির প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পের কর্ম-পরিবেশ উন্নয়নে জাইকা'র সহায়তায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবন মেরামত বা পুনঃনির্মাণে অর্থায়ন সহায়তা চালু করা হয়েছে।
- ইসলামিক ফাইন্যান্সিং মোডে ১০০ কোটি টাকার তহবিল চালু করা হয়েছে।
- কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনে একটি বড়ো তহবিল এবং 'রিনিউয়েবল এনার্জি' খাতে সবুজ উদ্যোগে পুনঃঅর্থায়নের জন্যে ২০০ কোটি টাকার আরেকটি তহবিল রয়েছে।
- এসএমই খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং দেশের তরুণদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি লক্ষ্যে এডিবি'র সহায়তায় একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
- এছাড়া জাইকা, বিশ্ব ব্যাংক ও ইউএনসিডিএফ এর সঙ্গে বেশ কয়েকটি এসএমই উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে।

৬। আপনারা জানেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথাগত দায়িত্বের পাশাপাশি একটি জনমুখী কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে। এজন্যে কৃষি, এসএমই, পরিবেশবান্ধব ও সামাজিক দায়বোধ প্রণোদিত কর্মকা- অর্থায়নসহ নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান, কুটির শিল্প, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমাজের সর্বস্তরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ জনমুখী মুখাবয়ব জনগণের ক্ষমতায়ন ও জনগণের কল্যাণে নিবেদিত বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতিরই বহিঃপ্রকাশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে গণমানুষের কল্যাণে নিবেদিত করার সুফলও আমরা পাচ্ছি। আমরা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যক্তি খাতকে সাফল্যের সাথে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। এসএমই খাত উন্নয়নে এ ধরনের যৌথ প্রয়াসে আমাদের সাথে রয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক, এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, এমসিসিআই, বিডব্লিউসিসিআই, বেসিস, জাইকা, কেয়ার, রুরাল ডেভেলপমেন্ট একাডেমি (আরডিএ), জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এসোসিয়েশন (নাসিব), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান। এসএমই-বান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করায় আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। একইসঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাই, এসএমই ব্যাংকিংয়ের সেবার মান ও পরিবেশ এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। তবে, এ খাতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন সবাই মিলে এ পরিবর্তনকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

৭। এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক শুধুমাত্র দেশীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করেই বসে থাকেনি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা সাথে যৌথ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ করছে। আমরা বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, ডিএফআইডি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সিরডাপ এবং ভারতের স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনসহ আরো অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করছি। আমাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কর্মসূচি, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও এসএমই অর্থায়ন কার্যক্রম বিশ্বের অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নাইজেরিয়া, নেপাল, ভুটান, উগান্ডা, তানজানিয়া, ইয়েমেন, থাইল্যান্ডসহ আরো অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ আমাদের দেশে এসে এসব কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তা তাদের দেশে চালুর পরিকল্পনা জানিয়েছে।

পরিশেষে, আমি নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত এই নতুন পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের সাফল্য কামনা করছি। এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ ও ডিসিসিআইসহ যারা এসএমই, নারী উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আশা করছি, ডিসিসিআই'র অনুকরণে অন্যেরাও নতুন ও উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এগিয়ে আসবেন। আসুন সকলে মিলে আমরা এ দেশটিকে সোনার বাংলায় পরিণত করতে অগ্রসর হই।

ধন্যবাদ সবাইকে।